দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 26 APR 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

147

শিক্ষা সচিবের সঙ্গে দু'টি সংগঠনের আলোচনা

লিয়াজোঁ কমিটিকে না ডাকায় ধর্মঘটীরা বৈঠকে যাননি

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল সোমবার বেসরকারী হাইস্কুল ও কলেজে শিক্ষক-কর্মচারীদের অবিরাম ধর্মঘট কর্মসূচীর অষ্টম দিন অতিবাহিত হয়েছে। গতকাল পর্যন্ত ধর্মঘটী সংগঠন কেন্দ্রীয় শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটির সঙ্গে সরকারের কোন আলোচনা হয়নি। ফলে আসন্ন এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠান নিয়ে অভিভাবক-শিক্ষার্থীদের উদ্বেগ দূর হয়নি।

গতকাল শিক্ষা সচিব ইরশাদুল হক পৃথক পৃথকভাবে শিক্ষক সংগঠনগুলোকে চিঠি দিয়ে দাবি-দাওয়া নিয়ে আলোচনায় বসতে আমন্ত্রণ জানান। শিক্ষক-কর্মচারীদের ধর্মঘট আহ্বানকারী লিয়াজোঁ কমিটিকে চিঠি দেয়া হয়নি। এ কারণে লিয়াজোঁ কমিটির অন্তর্ভুক্ত সংগঠনগুলোর আলোচনা যোগ দেয়নি। এ ব্যাপারে লিয়াজোঁ কমিটির একজন নেতা 'সংবাদ'-কে জানান, সরকার ধর্মঘটী সংগঠনগুলোর মধ্যে ভাঙন ধরাবার জন্য আলোচনার নামে আলাদা আলাদা চিঠির মাধ্যমে নেতৃবৃন্দকে ডেকেছিল। ধর্মঘটের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন সংগঠনকেও আলোচনায় ডাকা হয়। এতে শিক্ষক-কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া আলোচনা সম্পর্কে সরকারের আন্তরিকতার অভাব ফুটে উঠেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শিক্ষা সচিবের ডাকা গতকালের সভায় লিয়াজোঁ কমিটি বাইরের বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (নজরুল) ও অধ্যক্ষ পরিষদ অংশ নেয়। এর আগেও এই সমিতি শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসে এসএসসি

শিক্ষক ঃ পৃঃ ১২ কঃ ৬

শিক্ষক ঃ লিয়াজোঁ কমিটিকে ডাকা হয়নি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরীক্ষা অনুষ্ঠানে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিল। দেশের ছ'টি শিক্ষক সমিতির মধ্যে নজরুল গ্রুপ বাদে বাকি পাঁচটিই লিয়াজোঁ কমিটির অন্তর্ভুক্ত।

এসএসসি পরীক্ষা ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষক সংগঠনগুলোকে আলোচনায় বসার উদ্যোগ নেয়ার পাশাপাশি ধর্মঘটী শিক্ষকদের অনুপস্থিতিতেই বিকল্প ব্যবস্থায় এসএসসি পরীক্ষা নেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে জানা গেছে। এজন্য গত শনিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সরকারী কলেজের অধ্যক্ষদের নিকট পাঠানো এক টেলিগ্রামে সরকারী শিক্ষকদের চাকরি ডিসির অধীনে ন্যস্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

গতকাল বিকেলে অনুষ্ঠিত লিয়াজোঁ কমিটির এক সভায় আন্দোলনরত শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটিকে উপেক্ষা করে 'অনুগত ব্যক্তিদের' নিয়ে আলোচনার নিন্দা জানানো হয়।

সভায় বলা হয়, প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত প্রতিনিধির সঙ্গে লিয়াজোঁ কমিটির নেতৃবৃন্দ আলোচনায় বসতে রাজি; কিন্তু এক্ষেত্রে লিয়াজোঁ কমিটির নামে আমন্ত্রণ পাঠাতে হবে। সভায় আরো বলা হয়, লিয়াজোঁ কমিটি ঘোষিত আন্দোলনের কর্মসূচীর সঙ্গে সম্পর্কহীন কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের সঙ্গে একত্রে আলোচনা করতে লিয়াজোঁ কমিটি রাজি নয়। সভায় বলা হয়, আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কহীন ও বিরোধিতাকারী মহলকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আলোচনা সভায় আহ্বান করায় পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন লিয়াজোঁ কমিটির আহ্বায়ক শেখ আমানুল্লাহ। অপর দু'জন আহ্বায়ক মোঃ কামরুজ্জামান ও ডঃ ম, আখতারুজ্জামান, সমন্বয়কারী কাজী ফারুক আহমেদ, এস এম হাবিবুর রহমান, হেনা দাস, এ, কে, এম জহিরুল ইসলাম, এ, এন রাশেদা, আব্দুর রব মিয়া, আসাদুল হক, আব্দুল মতিন ও নজরুল ইসলাম পাটোয়ারী সভায় উপস্থিত ছিলেন।

লিয়াজোঁ কমিটি সূত্রে জানা গেছে, আলোচনায় না যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে গতকাল লিয়াজোঁ কমিটির পক্ষ থেকে শিক্ষা সচিবের কাছে একটি চিঠি দেয়া হয়েছে। এতে লিয়াজোঁ কমিটিকে না ডাকলে আলোচনায় অংশ নেয়া সম্ভব নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

গতকাল গণফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভায় বেসরকারী শিক্ষক-দের ধর্মঘটের কারণে এসএসসি পরীক্ষা গ্রহণে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হওয়ায় উদ্বেগ জানানো হয়েছে। সভায় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অচলাবস্থার নিরসন ও নির্বিঘ্নে পরীক্ষা অনুষ্ঠানে এগিয়ে আসার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

সিপিবি'র সভাপতি সহিদুল্লাহ চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম গতকাল এক বিবৃতিতে শিক্ষকদের ধর্মঘট নিরসনে সরকারী পক্ষ থেকে এখনো কোন উদ্যোগ না নেয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

বিবৃতিতে তারা বলেন, শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত দাবি-দাওয়ার প্রতি সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে বরঞ্চ উদাসীনতা, নীরবতা ও বিভিন্ন বিভেদাত্মক কূটকৌশল গ্রহণের মাধ্যমে সমস্যাকে আরো জটিল করে তুলছে। তারা বলেন, সংকট জিইয়ে রাখার ফলে যদি এসএসসি পরীক্ষা যথাসময়ে হতে না পারে সেজন্য সরকারই এককভাবে দায়ী হবে।